ভোরের কাগজ

তারিখ ... ৮/৭/৯৯
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১

এসএসসি '৯৯ মেধাবী মুখ

বোর্ডে প্রথম হয়েও দেবব্রতের দুচোখে কোনো স্বপ্ন নেই

দারিদ্র্যের সঙ্গে তার লাগাতার লড়াই

খবরে আলম, দক্ষিণাঞ্চল প্রতিনিধি : এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তাদের বাবা-মার সঙ্গে হাসিখুশি ছবি খবরের কাগজে দেখে দেবব্রত বিশ্বাসেরও হাসতে ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু সে হাসতে পারেনি। তার হাস্যোজ্জ্বল কোনো ছবি পত্রিকায় ছাপাও হয়নি।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী দেবব্রত বিশ্বাস কোনো স্বপ্ন দেখে না। সে মনে করে তার গরিব দিনমজুর বাবার পক্ষেও তাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। দেবব্রতর মাথায় এখন কেবল দুর্ভাবনার ভার- কীভাবে সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাবে?

যশোর বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম দেবব্রত বিশ্বাস

যশোরের মনিরামপুর থানার পাঁচবাড়িয়া পাঁচকাটিয়া স্কুলের ছাত্র পাঁচকাটিয়া গ্রামের দিন মজুর বিবেকানন্দ বিশ্বাসের ছেলে দেবব্রত ছাত্র পড়িয়ে এক জামা গায়ে দিয়ে বই ধার করে পড়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় এই কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ৫ বিষয়ে লেটার মার্কসসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৮৫৯। এখন সে এমবিএ পড়তে চায়। সেটা তার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু দরিদ্র পিতার পক্ষে এর আগেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর যে পড়াশোনা সেটা কোনো ভালো কলেজে হোস্টেলে রেখে কি পড়ানো সম্ভব? বাবা-ছেলে দু'জনেই এই প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজে পায় না।

মনিরামপুর থানা সদর থেকে পূর্ব প্রান্তের ৭ কি. মি. দূরের গ্রাম পাঁচকাটিয়া। গ্রামের দরিদ্র সহায় সম্বলহীন পরিবারের সন্তান দেবব্রত। মাটির একটি ঘর বিদ্যুৎহীন। বাবার বড় ছেলে সে। সংসারে রাক্ষুসে অভাব। তারপরও দেবব্রত পণ করেছিল, সে প্রথম হবে। আর এজন্য তার ডায়েরির পাতায় লেখা রয়েছে 'I want to be first'।

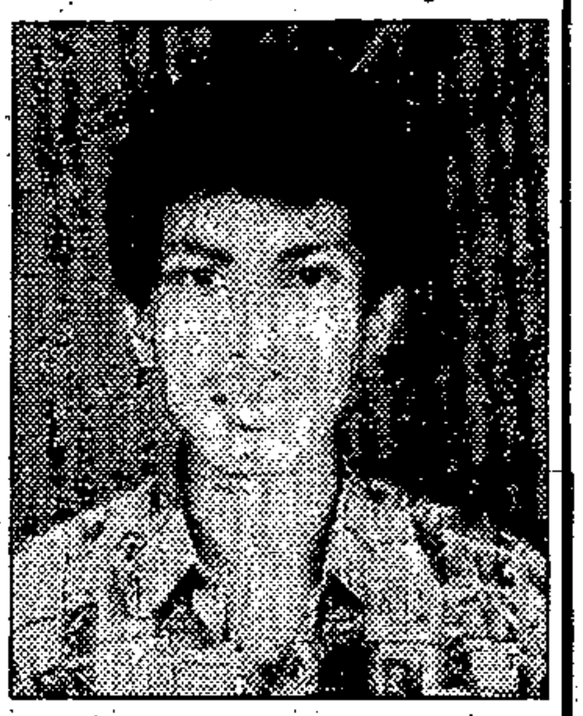

এক আশ্চর্য মেধাবী দেবব্রত। গড়ে প্রতিদিন সে তিন ঘণ্টা লেখাপড়া করেছে। কোনোদিন পড়েনি। কোনোদিন ৮ ঘণ্টা পড়েছে। আর শূন্য মাঠে একাকী বসে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), কবি রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, আইনস্টাইন এইসব মহান ব্যক্তিদের কথা ভেবেছে। তাদের জীবন দর্শনের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে চেয়েছে। দেবব্রতের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। এ প্রসঙ্গে তার ভাষ্য, 'আমি তার জীবনী পাঠ করেছি। তিনি আদর্শ মহাপুরুষ। তিনি পৃথিবীতে সর্বকালের আদর্শ জীবন পথ দেখিয়ে গেছেন।'

দেবব্রতের কাছে জানা গেল, তার আর তার পরিবারের দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াইয়ের কথা। ক্লাস এইট থেকে সে ছাত্র পড়িয়েছে। যে যা দিয়েছে তা দিয়ে খাতা কলম কিনেছে। পরীক্ষার আগে তার এক ছাত্র ১০০ টাকা দিয়ে তাকে একটি ঘড়ি কিনে দিয়েছে। দিন মজুর বাবার কাজে সাহায্য করেছে। কখনো কখনো বাবা মা তাকে বাধা দিয়েছেন।

ভালো ফল সম্পর্কে তার ভাষ্য হচ্ছে, দৃষ্টি আর মনোযোগের কারণে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছেছি। আমি দূরকে দেখেছি। ফার্স্ট আমাকে হতেই হবে। আমি আমার গ্রামের অখ্যাত স্কুলকে সকলের কাছে পরিচিত করে তুলবো। গরিব বাবা-মায়ের মুখে হসি ফুটাবো। সে আরো বললো, আরো ভালো করতে পারতাম। থানা সদরে পরীক্ষা দিতে এসে নকলবাজরা আমাকে জিম্মি করে তাদের উত্তরপত্র লিখিয়ে নিয়েছে। এখন দেবব্রতের ভাবনার শেষ নেই। সে কোথায় ভর্তি হবে, কোন হোস্টেলে থাকবে, কে তার উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব নেবে?